দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

17

ডাকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র পেশ।। ১১টি প্যানেল

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ৬টি দল ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠেয় ডাকসু ও হল সংসদগুলোর নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরা গতকাল বুধবার মনোনয়নপত্র পেশ করেছেন। ডাকসু নির্বাচনে কমপক্ষে ১১টি প্যানেলের ভিত্তিতে বিভিন্ন সংগঠনের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদভুক্ত সংগঠনগুলো সবাই মিলে একটি প্যানেল দিতে না পারলেও প্রধান ৬টি সংগঠন নির্বাচনী মোর্চা গঠন করে প্যানেল পেশ করেছে। সংগঠনগুলো হচ্ছে ছাত্রলীগ (সু-র), ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (নু-না), জাতীয় ছাত্র লীগ, ছাত্র মৈত্রী এবং ছাত্র সমিতি। এই মোর্চার 'সুলতান-মুশতাক-নাসির' পরিষদ গঠন করে ডাকসু'র ২০টি পদ সংগঠনগুলোর মধ্যে বন্টন করেছে। সহ-সভাপতি পদে ছাত্রলীগ (সু-র) সভাপতি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ, সাধারণ সম্পাদক পদে ছাত্রলীগ (নু-না) সভাপতি মুশতাক হোসেন এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সাধারণ সম্পাদক নাসির-উদ-দুজা মনোনয়ন পেয়েছেন। মোট পদের মধ্যে ছাত্রলীগ (সু-র) সহ-সভাপতি বাদে সমাজকল্যাণ সম্প

(শেষ পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ডাকসু নির্বাচন

(১ম পাতার পর)

দক ও একটি সদস্য ছাত্র লীগ (নু-না) সাধারণ সম্পাদক বাদে সাহিত্য সম্পাদক ও একটি সদস্য, ছাত্র ইউনিয়ন সহ-সাধারণ সম্পাদক বাদে সামাজিক আপ্যায়ন সম্পাদক (সাংস্কৃতিক সম্পাদক), বিজ্ঞান মিলনায়তন সম্পাদক, ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা ও একটি সদস্য, জাতীয় ছাত্রলীগ পরিবহন সম্পাদক ও একটি সদস্য, ছাত্র মৈত্রী ছাত্র মিলনায়তন সম্পাদক ও একটি সদস্য এবং ছাত্র সমিতি একটি সদস্যপদ পেয়েছে। তবে ছাত্র সমিতিকে ছাত্র মিলনায়তন সম্পাদক পদটি দিয়ে ছাত্র মৈত্রীকে অন্য একটি সম্পাদকীয় পদ দেয়ার মাধ্যমে পদ বন্টনে কিছুটা রদবদলের সম্ভাবনা আছে বলে জানা গেছে। এই মোর্চার পক্ষ থেকে ক্রীড়া সম্পাদক পদে মোহামেডানের কৃতী ফুটবলার নাসির মনোনয়ন পেয়েছেন।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদভুক্ত বাকী সংগঠনগুলো তিনটি পৃথক প্যানেল গঠন করেছে। মঙ্গলবার রাতে অনুষ্ঠিত ৫ দলের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই জোট সমর্থক সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন ডাকসুতে পৃথক পৃথকভাবে প্যানেল দিয়েছে। বাসদের (মাহবুব) অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগ (আ-মো) তিনটি ক্ষুদ্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র ইউনিয়ন (আবেদ), ছাত্র ঐক্য ফোরাম (আ-ত) ও ছাত্র কেন্দ্রের একাংশকে নিয়ে মোর্চা গঠন করেছে।

এই ছাত্রলীগ আরো ক'টি সংগঠনকে সাথে নিয়ে ডাকসু'র সাবেক নেতা আখতারুজ্জামানকে সহ-সভাপতি পদে মনোনয়ন দিয়ে আরো বড় একটি নির্বাচনী জোট গঠনের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। এই উদ্দেশ্যে আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে ভর্তি হয়েছিলেন এবং সম্প্রতি ক্যাম্পাসে একটি ছাত্রসভা ও মিছিলে অংশ নেন। এর আগে সংগঠনটি ৫ দল সমর্থক ছাত্রসংগঠনগুলোকে নিয়ে একটি বাম জোট গঠনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় বলে জানা গেছে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সংগঠনের সাবেক সভাপতি শামসুজ্জামান দুদুকে সহ-সভাপতি এবং বর্তমান সভাপতি আসাদুজ্জামান রিপনকে সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনয়ন দিয়ে ডাকসুতে প্যানেল দিয়েছে। ওবায়েদপন্থী ছাত্রদল কামালউদ্দিনকে সহ-সভাপতি ও জোবেদ নাসীর নকরকে সাধারণ ... করে পৃথক প্যানেল দিয়েছে। এ ছাড়া ডাকসু'তে ডেমোক্রেটিক লীগ সমর্থক গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ ও জাগপা সমর্থক ছাত্রলীগ (জ-নু) মিলে একক প্যানেল, ইসলামী ছাত্র শিবির (শা-আ) একটি, জাসদ (রব) সমর্থক ছাত্রলীগ (ব-আ) একটি, ছাত্র বিপ্লবী মঞ্চ ও জাতীয় ছাত্রদল মিলে একটি এবং বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন একটি প্যানেল দিয়েছে। জাসদ (সিরাজ) সমর্থক ছাত্রলীগ (মো-ই) পৃথক একটি প্যানেল দিয়েছে বলে অসমর্থিত খবরে জানা গেছে।

৬ সংগঠনের নির্বাচনী মোর্চা ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সকল হল সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবে। ইসলামী ছাত্র শিবির ছাত্রীদের দু'টি হলে প্যানেল দিতে পারেনি। আগামী ২৯শে জানুয়ারী মনোনয়পত্র প্রত্যাহারের শেষদিন নির্ধারিত হয়েছে।

গতকাল বেলা দু'টায় মনোনয়নপত্র জমা দেয়া শেষ হবার পর ৬ দলীয় মোর্চা ক্যাম্পাসে প্রথম নির্বাচনী মিছিল বের করে। মিছিলশেষে মধুর ক্যান্টিন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় বক্তারা অভিযোগ করেন যে, ডাকসু নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে এবং নানারকম উস্কানি দেয়া হচ্ছে। নির্বাচনে বিজয় অর্জনের মাধ্যমেই এসবের জবাব দেয়া হবে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। ছাত্রদলও তাদের প্রার্থীদের নিয়ে পৃথক মিছিল বের করে।

অপ্রীতিকর ঘটনা

গতকাল সকালে সলিমুল্লাহ হলে ওবায়েদপন্থী ছাত্রদল মনোনয়নপত্র পেশ করতে গেলে ছাত্রদলের অপর অংশ তাদেরকে বাধা দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর লাঠিসোটা নিয়ে হুমকি এবং শেষে অস্ত্র প্রদর্শনের ঘটনার মধ্যে তারা মনোনয়নপত্র জমা দেন।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার

ক্যাম্পাসে গতকাল প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। হলগুলোর আশপাশে তাদের টহল দিতে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাসে প্রয়োজনীয়সংখ্যক পুলিশের উপস্থিতি থাকবে।

গতকাল পর্যন্ত ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা হয়নি। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর, মোট ভোটারের সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার হবে।